দ্য অটাম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক

গোত্রপিতার হেমন্ত

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

অনুবাদ
অদিতি ফাল্গুনী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

নাসরীন জাহান
সেলিম মোরশেদ
অগ্রজ দুই শক্তিশালী কথাশিল্পীকে

অনুবাদকের ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীর জীবিত লেখকদের মাঝে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের এই গ্রন্থটি স্প্যানিশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে *এল ওতোনো দেল প্যাত্রিয়ার্কা* শিরোনামে।

মূল স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি ভাষায় ১৯৭৬ সালে অনুবাদ করেন গ্রেগোরি রাবাসা *দ্য অটাম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক* নামে।

দীর্ঘ যত বাক্যবন্ধ ও স্বল্প সংলাপে লেখা এ গ্রন্থটি এক অনির্দিষ্ট ক্যারিবীয় রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে লেখা। কাহিনির মূল নায়ক এক গোত্রপিতা এবং একটি রাষ্ট্রের একনায়ক যিনি দেশটি শাসন করছেন ২০০ বছর ধরে।

কে এই গোত্রপিতা বা একনায়ক? ক্যারিবীয় সাগরের উপকূলে এক দরিদ্র দেশের পাহাড়ি এলাকার এক যাযাবর পাখিওয়ালি বেনদিসিয়ো আলভারাদোর গর্ভের বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সন্তান যিনি কখনো স্কুলে যেতে পারেননি পয়সার অভাবে তিনিই কালক্রমে হয়ে ওঠেন সে দেশের একনায়ক। রাষ্ট্রের শাসনভার নেবার সময়েই এক রেড ইন্ডিয়ান ভবিষ্যদ্‌গণনাকারিণী বৃদ্ধা তাঁকে বলেছিলেন ১০৭ হতে ২৩২ বছর পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন। তাইই হয়। জেনারেল অনন্তকাল অবধি বেঁচে চলেন আর শাসনকাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি অসুখের নিরাময়কারী, ভূমিকম্প, বন্যা ও মহামারির সংশোধনকর্তা আর তাঁর হাত থেকেই রাষ্ট্রের যত অন্ধ, খোঁড়া ও কুষ্ঠরোগীরা সুস্থ হবার জন্য লবণ নেয়। তাঁর হারেমে এক হাজার উপপত্নী জেনারেলের ঔরসে তাদের সাড়ে সাতমাস বয়সী দেখতে বামুন সন্তানদের নিয়ে বাস করে যেহেতু জেনারেলের কোনো সন্তানই স্বাভাবিক মানবসন্তানের চেহারা ও বৃদ্ধি নিয়ে জন্মায় না।

রাষ্ট্রের জনগণ কোনদিন জেনারেলকে দেখতে পায়নি। দেশটির পত্র-পত্রিকায় জেনারেলের গতকালের ছবি বলে যেসব ছবি ছাপা হয় সেসব আলোকচিত্র হয়তো এক শতাব্দী আগেকার জেনারেলের কোনো ডামির ছবি যাকে একনায়কই হয়তো পরে হত্যা করেছেন কোনো বিশেষ কারণে। পুরো উপন্যাসে জেনারেলের কোনো নাম জানান না লেখক তবে জানা যায় তাঁর ডামি প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস (এক গণঅভ্যুত্থানে জেনারেলের উদ্দেশ্যে ছোড়া গুলি গায়ে বিদ্ধ হলে যিনি মারা যান), সহযোদ্ধা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেনারেল রড্রিগো দ্যু আগুইলার যাকে পরবর্তীসময়ে জেনারেল

নিজেই হত্যা করেন, রেড ইন্ডিয়ান জেনারেল স্যাতুর্নো স্যান্তোস, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বেসামরিক যুবক জোসে ইগনাসিয়ো স্যায়েনজ দ্যু লা বারা (যদিও স্প্যানিশ উচ্চারণরীতি অনুযায়ী জোসে শব্দটির উচ্চারণ হবে হোজে, কিন্তু এই গ্রন্থে সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে আমি ইংরেজি উচ্চারণরীতিই অনুসরণ করেছি), ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের সহায়তায় যে দেশপ্রেমিক যোদ্ধাকে হত্যা করে তাঁর ক্ষমতায় আরোহণ সেই জেনারেল লোটারো মুনোজ, জেনারেলের একমাত্র বৈধ স্ত্রী লেতিসিয়া নাজারেনো অথবা জেনারেল যে তরুণীর প্রেমে উন্মাদ হয়েছিলেন সেই ম্যানুয়েলা স্যানচেজ ও আরও অনেকের নাম। অসংখ্য হত্যাপ্রচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করেছেন জেনারেল, দু'হাজার শিশুকে ডিনামাইটের তোপে সমুদ্রে উড়িয়ে দিতে তাঁর মুহূর্তের দ্বিধা হয়নি, দেশের যেকোনো বয়সের যেকোনো নারী বা কিশোরীকে যখনি চেয়েছেন সম্ভোগ করেছেন বলপ্রয়োগে, ক্ষমতার সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি হত্যা করেছেন।

রাষ্ট্রের মানুষ আশায় আশায় বুক বাঁধে এই বুঝি জেনারেল মারা গেলেন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায়, কোনো বিপ্লবী অভ্যুত্থানে বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে। বহুবার তাঁর মৃত্যুর গুজব রটে এমনকি তাঁর মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষাবধি দেখা যায় ঐ শবদেহটি তাঁর কোনো ডামির বা তিনি নিজেই মৃত্যুর অভিনয় করেছেন মৃত্যুর পর তাঁর সহযোগীদের আসল চেহারাটি চিনে নিতে। কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টাই আর সফল হয় না কারণ প্রগতিশীলরা শেষপর্যন্ত বারবার আন্দোলন বিক্রি করে দেয় রক্ষণশীলদের হাতে। ওদিকে আমাদের দেশের মার্কিনি রাষ্ট্রদূত কে. টমাস বা মেরি অ্যান পিটার্সদের মতো ওদের দেশেও দাতা দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা ক্রমাগত একনায়কের সাথে বৈঠক করে চলে সমুদ্রবন্দর, কয়লাখনি অথবা কোকো আর কফিবাগানের মালিকানার জন্য।

একনায়ক লিখিত আইনের দুর্বলতা সহ্য করেন না বলে মুখে মুখে আইন করেন এবং রাষ্ট্রীয় ডিক্রির পিঠে বৃদ্ধাঙ্গুলির কালির ছাপ ঘষে দেন তাঁর স্বাক্ষর তথা চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় সিলমোহর হিসেবে। যদি তাঁর মনে হয় রাত তিনটার সময় আসলে ঘড়িতে সকাল আটটা বেজেছে তবে অমনি তিনি সেই মাফিক হুকুম করেন এবং দেশের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানঘাঁটিগুলোতেও সাথে সাথে সকালের তূর্যবাদন ধ্বনিত হয়। দেশের মানুষ তাঁর মুখচ্ছবি উৎকীর্ণ দেখতে পায় মুদ্রায়, ডাকবিভাগের নাম বা কন্ডোমের লেবেলে যদিও তারা জানে এই ছবি আসলে তাঁর প্রতিকৃতির অনুকৃতির অনুকৃতির অনুকৃতি যা দেখেছে তাদের পিতাদের পিতাদের পিতাদের পিতাগণ। কারণ একনায়ক আশা করেন আকাশে এক শতাব্দী শেষে যে ধূমকেতু দেখা যায় অমনি ধূমকেতুর প্রতিবার আসা-যাওয়ার পর তাঁর শাসনামল আরও পোক্ত হবে আর সূচনা হবে আরও একটি নতুন সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের শতাব্দীর ... একনায়ক অমরত্বের প্রত্যাশী। এমনি আরও নানা মজার খেলা আছে গোটা উপন্যাস জুড়েই। সব বলে পাঠকের আগ্রহ আর কমাতে চাচ্ছি না।

স্প্যানিশ প্যাট্রিয়ার্কা বা ইংরেজি প্যাট্রিয়ার্ক শব্দের অর্থ বাংলায় গোত্রপিতা, গোষ্ঠীপতি, কুলপতি, বংশপতি, পরিবার বা গোত্রপ্রধান প্রমুখ। লাতিন আমেরিকান সাহিত্য বাংলায় অনুবাদের অগ্রদূত শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই উপন্যাসটির নাম প্রস্তাবনা করেছেন 'কুলপতির হেমন্ত' হিসেবে। নানা বিবেচনায় আমি এ কাহিনির নামে গোত্রপিতা শব্দটিই রাখলাম। মার্কেসের এ উপন্যাসটি অবশ্য শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বিধৃত হয়েছে গোত্রপিতার চূড়ান্ত বার্ধক্যের ও তাঁর শাসনামলের শেষ সময়ের পরিসরে। আর এজন্যই উপন্যাসটির নাম রাখা হয়েছে এল ওতোনো দেল প্যাত্রিয়ার্কা বা 'গোত্রপিতার হেমন্ত' নামে।

সাহিত্য সমালোচক অ্যালেস্টেইর রিড বলেন, অস্তিত্বগতভাবেই উপন্যাসটি প্রতারণা ও ভ্রান্তিমোহের ছায়ায় আচ্ছন্ন। এর পূর্ববর্তী উপন্যাস 'শতবর্ষের নির্জনতা'র মতো এই উপন্যাসটিও দু'বার পঠনের দাবি রাখে যার ফলাফল চমকপ্রদ। সমালোচক লুসি হাগস হালেট ভগ পত্রিকায় এ উপন্যাসের সমালোচনায় বারোক আখ্যানের সাথে উপন্যাসটির তুলনা করে বলেন 'কালো কৌতুক ও মানবতায় ভরপুর এ কাহিনিতে দৃশ্যকল্পের প্রতিধ্বনি অতুলনীয়'।

অদিতি ফাল্গুনী

সপ্তাহ শেষের দিনগুলোতে শকুনের ঝাঁক রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে নেমে এসে ব্যালকনির জানালার পর্দা অবিরত ঠুকরিয়ে আর ডানা ঝাপটানোর উন্মত্ত শব্দে ভেতরের নিশ্চল সময়কে উত্তেজিত করে তুলল এবং সোমবার সকালে এক মহৎ ব্যক্তির মৃত ও পচনশীল মহিমার গন্ধবাহী তপ্ত অথচ কোমল বাতাসে নগরী জেগে উঠল তার শতাব্দীর আলস্য ঝেড়ে, শুধু তখনি আমরা সাহস পেলাম ভেতরে ঢোকার– বারংবার ঠেসে বসানো পাথরের ঝুরঝুরে দেওয়ালে আঘাত না করেই, এবং মূল দরজার অংশ খুলতে কোনো হাতুড়ির ব্যবহারও দরকার পড়েনি, কারণ যা দরকার ছিল তা হলো নেহাতই একটি ধাক্কা যা খুলে দিল সেই বিশাল সামরিক দুয়ার, প্রাসাদের গৌরবময় দিনগুলোতে উইলিয়াম দাম্পিয়েরের অভিযান যা একাই প্রতিহত করেছে। এটা ছিল ভিন্ন কোনো যুগের আবহে প্রবেশ করার মতো, কারণ ক্ষমতার বিপুল তরঙ্গভঙ্গের ছোট ছোট পাথুরে গর্তে বাতাস ছিল ক্ষীণতর এবং নৈঃশব্দ্য ছিল প্রাচীনতর আর সেই বাঁকাচোরা আলোয় কোনকিছু ঠিকমত দেখতে পাওয়াটা ছিল কঠিন। প্রথম বারান্দায় যেখানে পাথর ফুঁড়ে ছাপিয়ে উঠেছে আগাছার দঙ্গল, আমরা দেখলাম পলাতক প্রাসাদরক্ষীদের ঘাঁটির অব্যবস্থাপনা, তাকে পড়ে থাকা ফেলে যাওয়া অস্ত্র, দীর্ঘ শক্ত কাঠের টেবিলে পড়ে থাকা খাবার থালার স্তূপে রোববারের দুপুরের ভোজের উচ্ছিষ্ট যা আতঙ্কে সময়মত সম্পন্ন হয়নি, ছায়ান্ধকারে আমরা দেখলাম সরকারি ভবনের সংযুক্ত অংশ, বর্ণিল ফাঙাস ও অন্তহীন সরকারি নথিপত্রের ভেতর মলিন আইরিস ফুল, যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি শুষ্কতম পাতার চেয়েও শ্লথ, বারান্দার কেন্দ্রে আমরা দেখলাম উপরাজকীয় আস্তাবল যা পরবর্তী সময়ে অশ্বচালনা প্রশিক্ষকের গৃহে পরিণত হয়েছে, এবং ক্যামেলিয়া ও প্রজাপতির ভেতর থেকে আমরা দেখলাম উত্তেজিত দিনগুলো হতে বার্লিন, মড়কের সময়ের ওয়াগন, ধূমকেতুর বছরের চারচাকায় টানা ঘোড়ার গাড়ি, কফিনবাহী শকট, শান্তির প্রথম শতাব্দীর ঘুমে হাঁটা লিম্যুজিন, ধুলোভরা মাকড়সার জালের নিচে তাদের সবাইকে দেখলাম সুন্দর আকৃতিতে বিরাজমান এবং সবকিছুই জাতীয় পতাকার রঙে রং করা। পরবর্তী বারান্দায় লৌহগরাদের পেছনেই ছিল চন্দ্রধুলাকীর্ণ গোলাপঝোপ যার নিচে প্রাসাদের

গৌরবময় দিনগুলোতে কুষ্ঠরোগীরা ঘুমাত এবং পরবর্তীসময়ে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে গন্ধহীন কাচের টুংটাংয়ের মতো শব্দ করত এই গোলাপঝোপ আর সেই শব্দ মিলে যেত বাগানের পেছনের দুর্গন্ধ, গরুর গোবর এবং উপনিবেশকালীন সময়ের হলরুম থেকে ভেসে আসা সৈন্যদের প্রস্রাবের ফেনার গন্ধে যদিও সেই হলরুম পরিবর্তিত হয়েছে গোয়ালঘরে। শ্বাসরূদ্ধকর বৃদ্ধির মধ্যে থেকে আমরা দেখলাম গ্যালারির ধনুকাকৃতি খিলান যেখানে কার্নেশন, বসন্তকালীন অ্যাস্ট্রোমেলিয়া ও প্যান্সির টব সাজানো যেখানে রক্ষিতাদের হেরেম ছিল, এবং বহুবিধ গার্হস্থ্য উচ্ছিষ্ট ও সেলাইকলের পরিমাণ দেখে আমরা বুঝলাম যে সেখানে সম্ভবত এক হাজারের বেশি উপপত্নী তাদের সাতমাস বয়সী দেখতে বামুন সন্তানদের বাহিনী নিয়ে বাস করত, আমরা দেখলাম রান্নাঘরের যুদ্ধক্ষেত্রকালীন নৈরাজ্য, ধোবার বেসিনের পাশে কাপড়ের স্তূপ রোদে পচছে, ট্রেঞ্চের সরুমুখ যা উপপত্নী ও সৈন্যরা ভাগাভাগি করে থাকত, এবং তারও পশ্চাদভাগে আমরা দেখতে পেলাম ব্যাবিলনীয় উইলো যা এশিয়া মাইনরের বৃহৎ সমুদ্রমুখী গরমঘর হতে তাদের মূল মাটি, কষ এবং জলবিন্দুসহ তাজা তুলে আনা হয়েছিল এবং উইলোর পেছনে আমরা দেখলাম সরকারি ভবন, অসীম ও বিষণ্ন, যেখানে শকুনের ঝাঁক টুকরো টুকরো খড়খড়ির ভেতর দিয়ে তখনো ঢুকছিল। যেমন ভেবেছিলাম তেমন দরজায় ধাক্কা দেবার প্রয়োজন হয়নি আমাদের, যেহেতু মূলদরজা আমাদের কণ্ঠস্বরের ধাক্কাতেই যেন খুলে গেল বলে মনে হলো, সুতরাং আমরা নগ্ন পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মূল ভবনের উপরে উঠলাম যেখানে অপেরাঘরের ঢালাই গরুর খুরের আঘাতে ছিন্ন, এবং প্রথম প্রবেশকক্ষ থেকে ব্যক্তিগত শয্যাকক্ষগুলোতে তাকিয়ে আমরা দেখলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত দপ্তর ও সৌজন্যকক্ষ যার ভেতর দিয়ে তাম্রসদৃশ গরুর দল ঘোরাফেরা করছিল, তারা খেয়ে ফেলছিল মখমলের পর্দা এবং চেয়ারের চকচকে বার্নিশ তারা চিবুচ্ছিল, আমরা দেখলাম সন্ত ও সৈন্যদের পোর্ট্রেটগুলো ভাঙা আসবাব ও তাজা গরুর মলে ছুড়ে ফেলা হয়েছে, আমরা দেখলাম গরুর খেয়ে ফেলা একটি ভোজনকক্ষ, গরুর হাতে বিনষ্টিকৃত সংগীত কক্ষের অলৌকিকতা, এককোণে পরিত্যক্ত একটি বায়ুকল যা কম্পাসের চারবিন্দুর যেকোনো রূপের অবভাস ধারণ করতে পারত, হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রের জন্য স্মৃতিকাতরতা, প্রাসাদের সর্বত্র পাখির খাঁচা আমরা দেখতে পেলাম, খাঁচাগুলোতে একসপ্তাহ আগের পরানো রাতের কাপড় এখনও ঝুলছে, এবং অগণন জানালার মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম প্রশস্ত ও ঘুমন্ত জানোয়ারটিকে যা আমাদের শহর আসলে, তখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক সোমবারের আগমন সম্পর্কে কিছু জানে না, এবং

নগরী ছাড়িয়ে, দিগন্তরেখা অবধি আমরা দেখলাম রুক্ষ চাঁদের জ্বালামুখ ছাই অনন্ত সমতলে বিস্তৃত যেখানে একদা সমুদ্র ছিল। সেই নিষিদ্ধ প্রান্তে যেখানে শুধু অল্প কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই কেবল যেতে পেরেছিল, আমরা প্রথম শকুনের মাংস উৎসবের ঘ্রাণ পেলাম, তাদের যুগপ্রাচীন হাঁপানির শ্বাসটান টের পেলাম, তাদের বিপদ অনুমানের সহজাত ক্ষমতা এবং ডানা ঝাপটানোর পচনগন্ধ আমাদের অভ্যর্থনাকক্ষের দিকে নিয়ে গেল যেখানে আমরা টের পেলাম গরুর পচা খোলস, পূর্ণাবয়ব আয়নায় পুনঃপুন ভেসে ওঠা মৃত গাভির নিতম্ব, এবং তারপর একটি পার্শ্ববর্তী দরজায় ধাক্কা দিলে দেওয়ালে লুকিয়ে থাকা একটি অফিস আমরা দেখতে পাই, এবং সেখানেই আমরা তাকে দেখলাম, তকমাবিহীন ডেনিম ইউনিফর্ম পরনে, বুট, বাঁ-পায়ের বুটে সোনার নাল, মাটি অথবা সমুদ্রের সকল বৃদ্ধ মানুষ ও বৃদ্ধ জন্তুর চেয়ে বয়স্ক, মেঝেতে মুখ নিচু করে শায়িত, তাঁর ডান হাত মাথার নিচে বালিশের মতো ভাঁজ করা, যেহেতু তিনি ঘুমিয়েছেন রাতের পর রাত এক দীর্ঘ নিঃসঙ্গ স্বৈরাচারীর জীবন। শুধু কিনা যখন আমরা তার শরীরটা উল্টে দিলাম তাঁর মুখখানা দেখব বলে, আমরা বুঝলাম যে শকুনেরা তার মুখটা ঠুকরে যদি নাও খেত তবু তাকে চিনতে পারাটা কত কঠিন ছিল, কারণ আমাদের মাঝে কেউই তাকে কখনো দেখেনি, যদিও তার মুখচ্ছবি সাঁটা ছিল মুদ্রার উভয়পৃষ্ঠেই, ডাকঘরের স্ট্যাম্পে, কন্ডোমের মোড়কে, অন্ত্ররোগীর ব্যান্ডেজে ও কাঁধের অংসফলকে, এবং যদিও জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে পিতৃভূমির ড্রাগন প্রতীকের সাথে তাঁর খোদাই ছবি প্রদর্শিত হতো সবসময় ও সর্বত্রই, আমরা অবশ্য জানতাম যে ঐ ছবি তার কোনো পোর্ট্রেটের কপির কপির কপি যা কিনা ইতোমধ্যেই ধূমকেতুর বছরে তোলা ছবি হিসেবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, যখন আমাদের বাবা-মায়েরা এই একনায়কের পরিচয় শুনেছিলেন তাদের বাবা-মায়েদের কাছ থেকে, যেমন তাদেরও বাবা মায়েরা একনায়ক সম্পর্কে শুনেছিলেন আবার তাদের বাবা-মায়েদের কাছ থেকে, এবং ছোটবেলা থেকে ক্ষমতাগৃহে তাঁর অবস্থান সম্পর্কিত বিশ্বাসে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম কেননা কেউ হয়তো তাঁকে কোনো উৎসবে দেখেছে চীনা লণ্ঠন জ্বালাতে, কেউ হয়তো গল্প করেছে তাঁর বিষণ্ন চোখ সম্বন্ধে, তাঁর বিবর্ণ ঠোঁট, গির্জায় গণপ্রার্থনার শোভাযাত্রায় রাষ্ট্রপতির শকট হাতে দেখতে পাওয়া গেছে তাঁর চিন্তিত হাতের দুলুনি, কেননা অনেক অনেক বছর আগে কোনো এক সোমবারে একনায়কের লোকজন তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল রাস্তার এক অন্ধকে যে তাঁকে ভুলে যাওয়া কবি রুবেন দারিয়োর কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় এবং কবিতা শোনানোর পুরস্কার হিসেবে তাকে দেওয়া হয়েছিল

নোটের তাড়া, যদিও ঐ অন্ধ মানুষটি একনায়ককে দেখতে পারেনি, শুধু অন্ধ বলেই যে সে তাঁকে দেখতে পায়নি তা নয়, কারণ কালো, বমির দিনগুলো হতে কোনো মরণশীল প্রাণীই আজ অবধি তাঁকে দেখেনি, তবু আমরা জানতাম যে তিনি বেঁচে আছেন, আমরা এটা জানতাম যেহেতু পৃথিবী চলছিল পূর্ণোদ্যমে, চলছিল জীবন, ডাকবিভাগ হতে চিঠিপত্র ঠিকমতই বিলি-বাঁটোয়ারা হচ্ছিল, পৌর কর্পোরেশনের ব্যান্ড প্রতি শনিবার শহরের মূল চত্বরে মৃদু আলোয় বুলোভরা পামবৃক্ষের সারের নিচে চটুল ওয়ালৎজের একঘেয়ে গৎ আবার বাজানো শুরু করত, এবং বাজনদার দলের সদস্যরা একসময় মরে গেলে পর অন্য বুড়ো বাজনদাররা দলের মৃতদের জায়গায় ফের বাজানো শুরু করত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন থেকে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ হতে আর কোনো মানবীয় কণ্ঠস্বর অথবা পাখির কূজন শোনা যায়নি এবং প্রাসাদের সশস্ত্র দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছিল, আমরা জানতাম যে সরকারি ভবনে কেউ আছেন কারণ রাতের বেলা ভবনের ভেতরের আলোগুলো সমুদ্রমুখী এর জানালা থেকে জাহাজের বাতিঘরের মতো দেখাত, এবং সাহসী যারা ভবনের কাছে যাওয়ার ঝুঁকি নিত তারা মেকি দেওয়ালের ভেতর থেকে শুনতে পেত অশ্বখুরের শব্দ আর পশুদের দীর্ঘশ্বাস, এবং এক জানুয়ারির মধ্যাহ্নে আমরা দেখলাম রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটি গরু গভীর অনুধ্যানে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখছে, কল্পনা করুন, জাতির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটি গরু, কী বিশ্রী, কী যাচ্ছেতাই একটি দেশ, এবং মোটামুটি সব ধরনের অনুমানই করা হলো যে কী করে একটি গরুর পক্ষে এই ব্যালকনিতে আসা সম্ভব হলো যেহেতু সবাই একরকম জানত যে একটি গরুর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়, এবং ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা আরও অসম্ভব, সুতরাং শেষপর্যন্ত আমরা কোনদিনই জানতে পারিনি যে আমরা কী আসলেই ব্যালকনিতে গরু দেখেছি অথবা মূল চতুরের সামনে একটি পুরো বিকেল হাঁটতে হাঁটতে আমরা স্বপ্নে ভেবেছি যে একটি গরু রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। সেখানে কিছু দেখা যায়নি যতক্ষণ না শুক্রবার সকালে প্রথম শকুনরা আসা শুরু করল, দাতব্য হাসপাতালের কার্নিশ হতে প্রথম তারা উড়ে এসেছিল যেখানে তারা পাক খেত, শকুনেরা আরও ভেতর থেকে আসা শুরু করল, তারা এল তরঙ্গের পর তরঙ্গে, ধুলোর সমুদ্রের দিকচক্রবাল হতে যেখানে সমুদ্র ছিল। একটি গোটা দিন জুড়ে তারা ক্ষমতাগৃহের ওপর দিয়ে ধীরবৃত্তে উড়তে লাগল যতক্ষণ না কনে পালকের মোড়ক আর টকটকে গাঢ় লাল রঙা গলকম্বলী এক রাজশকুন এসে এক নিঃশব্দ নির্দেশ দিলে অন্য শকুনেরা রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের কাচ ভাঙা শুরু করে, এক প্রতাপান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুর গন্ধবাহী বাতাস,

প্রাসাদের ভেতরে এবং বাইরে শকুনের আসা-যাওয়া যা শুধু কোনো মনুষ্যহীন বাড়িতেই সম্ভব, সুতরাং আমরা সাহস করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম এবং পরিত্যক্ত সে অভয়ারণ্যে আমরা খুঁজে পেলাম ঐশ্বর্যের পাথরকণা, খুঁজে পেলাম তাঁর ঠুকরে খাওয়া শরীর, মসৃণ হাতের তৃতীয় আঙুলে ক্ষমতা অঙ্গুরীয়, তাঁর গোটা শরীরে যেন সমুদ্রের অতল থেকে শৈবাল ও পরজীবী ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষত বগল ও উরুসন্ধিতে, অন্ত্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত অণ্ডকোষের ওপর খড় বিছানো, তাঁর শরীরের একমাত্র অঙ্গ যা বেঁচে গেছে শকুনের ঠোকর থেকে যদিও আয়তনে এটি ছিল পেল্লায় একটি ষাঁড়ের মূত্রথলির সমান, এতকিছুর পরও আমরা তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করতে পারিনি কেননা এবার নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেছিল তাঁর অফিসে, একাকী এবং পোশাক পরিহিত এবং ঘুমের ভেতর স্বাভাবিক কারণে মৃত, বহুযুগ আগে ভবিষ্যদ্‌গণনাকারীর অলৌকিক পানির বেসিনে তার মৃত্যুদৃশ্য যেমনটি হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথম সবাই যখন তাঁকে খুঁজে পায় তাঁর হেমন্তের শুরুতে, জাতি তখনো তাঁর শয্যাকক্ষের নিভৃতিতে মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত হবার মতো যথেষ্ট উজ্জীবিত ছিল এবং তখনো তিনি শাসন করছিলেন যেহেতু তিনি জানতেন যে তাঁর ভবিতব্যে মৃত্যু নেই, কেননা সেসময় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদকে প্রাসাদের মতো দেখাত না বরং দেখাত বড়সড়ো একটি কাঁচাবাজারের মতো যেখানে কাউকে জায়গা করে নিতে হতো খালি পা আর্দালিদের সরিয়ে যে আর্দালিরা করিডোরে গাধার পিঠ হতে সবজি আর পাখির খাঁচা নামাত, সিঁড়িতে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা ভিখিরি মহিলা আর তাদের যত ক্ষুধার্ত দেবশিশুদের ডিঙিয়ে উঠাতে হতো, যারা কিনা সিঁড়িতে পড়ে থাকত অলৌকিক সরকারি সাহায্যের জন্য, অভিসম্পাতরত রক্ষিতাগণ যারা মেঝে ধুত...সেই রক্ষিতাদের ঝাঁট দেওয়া ময়লা জল এড়ানোটা দরকার হয়ে পড়ত আর সেই রক্ষিতারা ফুলদানিতে রাতের ফুল সরিয়ে তাজা ফুল রাখত এবং গাছের শুকনো ডালের লয়ে গান গাইত, যে ডালগুলো ব্যালকনির উপর ঝরে পড়ত পশমি কম্বলের মতো এবং ঝানু যত আমলার হইচইয়ের ভিড়ে যে আমলারা আবার কিনা ডেস্কের ড্রয়ারে মুরগির ডিম পাড়া দেখত এবং বাথরুমে বেশ্যা ও সৈন্যদের যানজট, পাখিদের উল্লসিত কিচিরমিচির এবং দর্শকশ্রোতাদের মাঝেই রাস্তার কুকুরদের মারামারির কারণ কেউই জানত না যে কে কেমন অথবা কার মাধ্যমে সেই হাঁ করা বিশাল দরজার প্রাসাদে ঐ তীব্র মত্ততার ভেতরে সরকারকে খুঁজে বার করা সম্ভব। এবং প্রাসাদের মানুষটি বাজারের ঐ হইচইয়ে শুধু অংশই নিতেন না বরং তিনিই ছিলেন এ বাজারের স্রষ্টা এবং তার শাসনকর্তা, যেই না মাত্র তার শয়নকক্ষের বাতি

নিভে যেত, মোরগ ডাকতে শুরু করার আগেই, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর তূর্যবাদন নতুনদিনের সংকেত পৌঁছে দিত কন্ড ব্যারাকে, অতঃপর সেখান থেকে তূর্যবাদন পুনর্বার ধ্বনিত হলো স্যান জেহোনিমো ঘাঁটির জন্য, সেখান থেকে উপকূলীয় কেল্লায়, এবং সেখানে এই তূর্যবাদন ধ্বনিত হবে ছয় ছয়বার এবং যা প্রথমে জাগিয়ে তুলবে শহর এবং পরে গোটা দেশকে, যখন কিনা রাষ্ট্রপতি বহনযোগ্য পায়খানায় বসে ধ্যানমগ্ন হন কানে আঙুল চাপা দিয়ে সকল শব্দ গুঞ্জন এড়াতে আর নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন পোখরাজ রং সমুদ্রের ওপর জাহাজগুলোর বাতির যাওয়া-আসার দিকে যা সেইসব শৌর্য-গরিমার দিনে তখনো পর্যন্ত তার জানালার নিচেই ছিল। প্রাসাদের ক্ষমতাগ্রহণের পর হতে তিনি গোয়ালঘরের দুধ দোহনের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন, নিজ হাতে যাচাই করতেন দুধের পরিমাণ যা তিন/তিনটি রাষ্ট্রপতি ওয়াগনে করে শহরের ব্যারাকগুলোয় নিয়ে যাওয়া হবে, রান্নাঘরে তিনি এক মগ কালো কফি ও কিছু ক্যাসাভা গ্রহণ করবেন এটা না জেনেই যে নতুন দিনের খেয়ালি বাতাস তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, চাকরদের অস্পষ্ট কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যারা কিনা প্রাসাদে তাঁর ভাষাতেই কথা বলত, যাদের গদগদে প্রশংসা তিনি সবচেয়ে বেশি করতেন এবং যাদের অন্তর তিনি সবচেয়ে বেশি পড়তে পারতেন, এবং নয়টা বাজার কিছু আগে ব্যক্তিগত বারান্দায় কাঠবাদাম গাছের ছায়ায় একটি গ্র্যানাইট জলাধারে কিছু পাতা ফোটানো পানিতে তিনি স্নান করতেন এবং শুধুমাত্র এগারোটা বাজার কিছু পরেই তিনি কোনক্রমে সকালের ঘুম ঘুম অবসন্ন ভাব কাটাতে পারবেন এবং বাস্তবতার ঝক্কি পোহানোর ক্ষমতা অর্জন করবেন। অতীতে, নৌবিভাগে কাজের সময়, অফিসে নিজেকে একরকম বদ্ধ করে গোটা জাতির ভাগ্য তিনি নির্ধারণ করবেন পদাতিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাবলে এবং বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে তিনি সমস্ত আইন ও ডিক্রি সই করবেন, কেননা সেসব দিনে তিনি লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু যখন সবাই তাকে ক্ষমতা ও জাতির ভারসহ ফেলে রেখে একা চলে যায়, লিখিত আইনের দুর্বলতায় নিজের রক্তকে তিনি বিষাক্ত করতে চাইলেন না, বরং মৌখিক ও শারীরিকভাবেই দেশ চালাতে শুরু করলেন, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি ধৈর্যের সাথে প্রতিমুহূর্তে সর্বত্র তিনি হাজিরা দেওয়া শুরু করলেন যেন-বা তার সাথে নিয়ত রয়েছে কোনো পরশপাথর, তিনি ঘেরাও হয়ে থাকতেন কুষ্ঠরোগী, অন্ধ ও খঞ্জদের দ্বারা যারা তাঁর হাত হতে প্রার্থনা করত আরোগ্যের লবণ এবং শিক্ষিত রাজনীতিবিদ ও ক্লান্তিহীন স্তাবকদল যারা তাঁকে বন্দনা করত ভূমিকম্প, গ্রহণ, অধিবর্ষ ও বিধাতার অন্যান্য ভুলত্রুটির সংশোধনকর্তা বলে, বরফের ওপর হাতির মতো

বিশাল পা টেনে টেনে তিনি হেঁটে বেড়াতেন এবং রাষ্ট্র ও পারিবারিক সমস্যাদি একই ধরনের সরলতায় সম্পন্ন করতেন যেমন তিনি বলতেন, দরজাটা এখান থেকে সরিয়ে নাও, এবং তাঁরা তাই নিত কিংবা, এটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসো, এবং অমনি তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা হতো, বারোটার সময়ে মিনারের ঘড়িতে যেন বারোটা না বাজে যেন জীবনকে দীর্ঘতর মনে হয়, এবং তাঁর নির্দেশ মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে পালিত হতো, ব্যতিক্রম ছিল শুধু সিয়েস্তা নিদ্রার নশ্বর সময়টুকু যখন তিনি রক্ষিতাদের ছায়ায় আশ্রয় নেবেন, ওদের ভেতর একজনকে তিনি পছন্দ করে নেবেন আক্রমণ করে, সেই রক্ষিতাদের নগ্ন না করেই, এবং প্রাসাদের সবাই শুনতে পেত তাঁর তীব্র মিলন চিৎকার, তাঁর সোনালি উঁচু বুটের ঘর্ষণ শব্দ ও কুকুর গর্জন, প্রেমদানরতা নারীটি সেমুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টা চালাত সাত মাস বয়সী বামুন সন্তানদের নোংরা দৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে, রক্ষিতা নারীটির চিৎকার, এখান হতে চলে যাও... বারান্দায় গিয়ে খেলা কর গে, এটা কোনো বাচ্চার দেখার বিষয় নয়, যেন কোনো দেবদূত জাতির আকাশে উড়ে চলেছেন, কণ্ঠস্বরগুলো জড়ানো, জীবন থেমে যাচ্ছে, ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে প্রত্যেকে পাথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে, শ্বাসরুদ্ধ, চুপ, জেনারেল গোঁ গোঁ করছেন, কিন্তু যারাই জেনারেলকে চিনতেন তাঁরা একমুহূর্তের জন্য এমনকি জেনারেলের সংগমকালীন পবিত্র মুহূর্তটিকেও বিশ্বাস করতেন না, কারণ দেখা যেত জেনারেল একই সাথে দুই/দুইটা জায়গায় বিরাজ করছেন, তারা তাঁকে দেখতে পাবে সন্ধে সাতটায় ডমিনো গুটি নিয়ে খেলতে আবার সেমুহূর্তেই জেনারেলকে দেখা যাবে গোবরের ঘুঁটেতে আগুন জ্বালিয়ে অভ্যর্থন কক্ষের মশা তাড়াতে, এসব ব্যাপারে কারো কোনো বিভ্রমও ছিল না যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ জানালার আলোটুকুও নিভে যেত এবং সবাই শুনতে পেত তিন খুঁটির ঠোকাঠুকির শব্দ, তিনটি তালা, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের দরজায় তিনটি হুড়কো, এবং তারা শুনতে পেত পাথরের মেঝেতে ক্লান্তিতে ধপাস শুয়ে পড়া জেনারেলের ভারী শরীরের ওজন, শোনা যেত জরাজীর্ণ কোনো শিশুর শ্বাসটানার শব্দ যা জোয়ারের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাতাসের নৈশবীণা ঘুগরা পোকাকে নিস্তব্ধ করে দিত এবং সেই ঘুগরা পোকাদের ঝিঁঝি বেহালা আর সেই বিশাল সমুদ্রের ঢেউ ভাইসরয় আর বোম্বেটে জলদস্যুদের প্রাচীন শহরের রাস্তা ধুইয়ে সরকারি ভবনে ঢুকে যেত ভবনের সমস্ত জানালা দিয়ে যেন আগস্টের কোনো প্রমত্ত সকাল আয়নার উপর শামুকের জন্ম দিতে বাধ্য করেছে এবং বাধ্য করেছে অভ্যর্থনা কক্ষকে হাঙরের কৃপায় ছেড়ে দিতে এবং সেই জোয়ার স্রোত প্রাগৈতিহাসিক

মহাসাগরের সুউচ্চতম স্তরের ওপরে উঠে যেত এবং জমি ও কাল ও এলাকার মুখ উপচে পড়ত, এবং শুধু জেনারেল একাই তাঁর নিঃসঙ্গ নিমজ্জমান মানুষের স্বপ্নের চান্দ্রজলে মুখ ডুবিয়ে ভাসমান, পরনে বেসরকারি সৈন্যের ডেনিম ইউনিফর্ম, বুটজুতো, জুতোর সোনালি নাল, ডান হাতটা মাথার নিচে গুটিয়ে বালিশের কাজ সারা হতো। জেনারেলের প্রথম দফা মৃত্যুর আগের অগ্নিপ্রস্ত রময় কঠিন বছরগুলোতে সর্বত্র একইসময়ে তাঁর সমান্তরাল হাজিরা, একইসাথে তাঁর কোথাও যাওয়া ও আসা, তূরীয়ানন্দে সমুদ্র ভ্রমণ ও একইসাথে অসফল প্রণয়ের বেদনা, তাঁর স্বভাবের দুর্বল দিক, যা তাঁর স্তাবকেরা কখনো বলত না বরং বলত তাঁর অনমনীয় স্বভাবের কথা, সমালোচকদের মতে জেনারেলের অনমনীয় স্বভাবের গল্পটি ছিল মূলত একটি গণউন্মাদনা, কিন্তু চাকরির মেয়াদকাল পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাঁর সৌভাগ্য ও তাঁর সাক্ষাৎ জুড়ি প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেসের প্রতি জেনারেলের কুকুরপ্রতিম আনুগত্য, প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেসকে কেউ খুঁজতে শুরু করার আগেই খুঁজে পাওয়া যেত যখনি বার্তাবাহকেরা তার কাছে আসত কোনো খবর নিয়ে যেমন, জেনারেল স্যার! একটি দু'নম্বরী রাষ্ট্রপতি কোচ ইন্ডিয়ান গ্রামগুলোর পাশে টহল দিচ্ছে আর ভণ্ড ধর্মব্যবসা করছে, লাশকাটা ঘরের মতো ছায়ায় বার্তাবাহকেরা দেখতে পেত মৌনী দৃষ্টি, তারা দেখেছে পাণ্ডুর ঠোঁট, রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে ঘষটে চলা অন্ধদের মুঠো ভরা লবণ ছুড়ে দেওয়া কোনো নরম বধূর মখমল দস্তানা পরা হাত, এবং কোচ গাড়ির পেছন পেছন দু'জন ফালতু কেভালরি অফিসারকে দেখা যেত নগদ টাকাপয়সা কুড়িয়ে নিতে, কল্পনা করেন জেনারেল স্যার, কী অসম্ভব ধর্মদ্রোহিতা! তবু জেনারেল সেই ধর্মব্যবসায়ীর কোনো শাস্তি দিতেন না, বরং আদেশ করতেন মোটা ক্যানভাসে মাথা ঢেকে ঐ ছদ্ম সন্ন্যাসীকে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে নিয়ে আসা হোক যেন অন্য মানুষদের সাথে সন্ন্যাসীর মেলামেশা না হয়, এবং অতঃপর তিনি সহ্য করতেন নিজেকে ঐ সন্ন্যাসীর জায়গায় কল্পনা করার অপমান, ভগবান না করুন, এই লোকটি যেন আমি, জেনারেল বলতেন, কেননা সত্যিই তো তিনিই যেন এই লোকটি, শুধু এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠে নেই তাঁর ওজস্বিতা, যা অন্য কারো পক্ষে কখনোই অনুকরণ করা সম্ভব নয়, এবং হস্তরেখার স্বচ্ছতা যেখানে আয়ুরেখা কোনো রকম বাঁধা ছাড়াই চলে গেছে বুড়ো আঙুল পর্যন্ত, এবং যদি তিনি সন্ন্যাসীকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে না ফেলতেন, সেটা এই কারণে নয় যে তিনি সন্ন্যাসীকে তাঁর দাপ্তরিক সন্ন্যাসী হিসেবে নিয়োগ দিতে চেয়েছেন, সে ভাবনা তাঁর মাথায় আসে আরও পরে, বরঞ্চ ঐ সন্ন্যাসীর হাতের রেখায় তাঁর নিজের ভাগ্যলিপি লেখা এই চিন্তাই তাঁকে পীড়িত

করেছে। যখন তিনি তাঁর সেই স্বপ্নের অহংকারে শেষাবধি আশ্বস্ত হলেন যে প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস নির্বিকার ছয়/ছয়টি হত্যাপ্রচেষ্টা হতে বেঁচে গেছেন এবং পা ঘষটে টেনে হাঁটার অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন কেননা তাঁর পা হাতুড়ি দিয়ে চেপ্টা করে দেওয়া হয়েছে, কানে তিনি সদা ভনভনানি শব্দ শোনেন, এবং শীতের সকালে তার অন্ত্র বেড়ে ব্যথা করত, তিনি শিখে গিয়েছিলেন বুটজুতোর সোনার নাল খুলতে ও আবার পরে নিতে কেননা জুতোর ফিতা এত কষে বাঁধা থাকত যে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বিড়বিড় করতে সময় নিত, হায় খোদা! এ কেমন বকলস ফ্লেমিশ কামাররা বানায়, আর কাচের ঝনঝন শব্দের মতো দ্রুত হড়বড় করে তিনি বলতেন যে তিনি তাঁর বাবার কারখানায় কাচ ভাঙার কাজ করতেন এবং চিন্তামগ্ন, বিষণ্ন হয়ে পড়তেন এবং লোকে কী বলছে সে ব্যাপারে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই তিনি সবার চোখের ছায়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করতেন যেকোনো কথাটি তারা গোপন রাখছে এবং তাঁকে খুলে বলছে না, এবং তিনি কখনোই কোনো প্রশ্নের উত্তর করতেন না বরং নিজেই আগে উল্টো প্রশ্নকর্তাকে শুধোতেন যে আপনি এব্যাপারে কী ভাবছেন এবং নিষ্ক্রিয় অপচয় থেকে তিনি অলৌকিক রূপকথার সওদাগর হয়ে গেলেন, অত্যাচার সহ্য করায় রীতিমত অধ্যবসায়ী হয়ে উঠলেন এবং হয়ে উঠলেন অক্লান্ত পরিব্রাজক, তিনি হলেন বদ্ধমুষ্টি দখলদার, মেঝেতে ঘুমনো অভ্যাস করে নিলেন, কাপড় পরা মুখ নিচু করা এবং মাথায় কোনো বালিশ নেই, এবং ইতোমধ্যে তিনি তাঁর অকালপক্ব সত্তার বিসর্জন ঘোষণা করেছেন, বাতিল করেছেন সোনালি খেয়ালিপনার অভ্যেসে বোতল বোতল মদ সাবাড় করা, ভিত্তিপ্রস্তর বসানোর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো তিনি করতেন যেখানে দ্বিতীয় পাথরটি আর জীবনেও উঠত না, শত্রু ভূখণ্ডে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফিতে কেটে এবং নানা অর্ধপরিস্ফুট স্বপ্নের বোঝা বয়ে অসাধ্য নানা বিভ্রম কল্পনা করতেন যদিও কমই স্পর্শ করেছেন ক্ষণজীবী কিন্তু অতুল্যা সুন্দরীদের, কারণ তিনি যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন সেই নিয়তি যা তাঁর নয়, যদিও একাজ তিনি কোনো ধরনের লোভ বা অন্ধবিশ্বাস থেকে করেননি কিন্তু তিনি তাঁর জীবন বদল করেছেন একটি আজীবন মাসিক পঞ্চাশ পেসো মাহিনার সরকারি সন্ন্যাসীর চাকরির বদলে এবং রাজার জীবনযাপন করেছেন রাজা হবার যোগ্যতা ছাড়াই, এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়া যেতে পারে? সত্তার এই মিশ্রণ এক রাতে তুঙ্গস্পর্শী আকার ধারণ করে যখন বাতাস ছিল দীর্ঘ এবং তিনি প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেসকে দেখলেন সমুদ্রের দিকে জেসমিনের সুগন্ধি ধূপের ছায়ায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এবং তিনি তাঁকে বৈধ সতর্কতায় প্রশ্ন করেন যে কেউ কী তার খাবারে খারাপ কিছু দিয়েছে কারণ

তাঁকে দেখাচ্ছে যেন খারাপ বাতাসে আহত ও বিদ্ধ, এবং প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস জবাবে তাকে বললেন, না, জেনারেল, এটা আরও খারাপ, শনিবারে প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস এক কার্নিভালে উৎসব সুন্দরীকে মুকুট পরিয়েছেন এবং তার সাথে এক পাক ওয়াল্টজ নাচার পর তাকে আর ভুলতে পারছেন না, দুনিয়ার সেরা সুন্দরী, অমন মেয়ে আপনি কখনো পাননি, আপনি যদি শুধু তাঁকে দেখতে পেতেন জেনারেল, কিন্তু তিনি একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন আর কী কাণ্ড, কোনো পুরুষ যখন একটি মেয়ের সাথে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে যায় তখন যেমন ইচ্ছা হয় তিনি মেয়েটিকে অপহরণ করার প্রস্তাব করলেন যেমনটি তিনি করেছেন সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের বেলায়, যারা পরে তাঁর উপপত্নী হয়েছে, মেয়েটির হাতে পায়ে চার/চারটি ফৌজের তীব্র শক্তি প্রয়োগ করে আমি তাকে বিছানায় ফেলে দেব আর সেসময় তুমি তাকে সুপের চামচ দিয়ে নাড়া দেবে, বিধাতা করুন, চাইলে তুমিও তাকে পাবে যখন সে একদম পরাভূত. সবচেয়ে শক্ত নারীটিও শুরুতে অসম্ভব প্রতিরোধ করে বটে কিন্তু পরে ঠিকই বলে জেনারেল আমাকে এমন বিষণ্ন গোলাপ আপেলের মতো ফেলে যেওনা যার বীজ ঝরে গিয়েছে, কিন্তু প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস ততটা চায়নি যতটা জেনারেল চেয়েছেন, জেনারেল চেয়েছেন উপপত্নীরা তাকে ভালোবাসুক, কারণ এই মেয়েটি হলো এমন এক মেয়ে যে জানে কোথা থেকে সুর আসে, বুঝলেন কিনা জেনারেল, আপনি তাকে একবার দেখলেই বুঝবেন, আর এভাবেই স্বস্তি বোধের এক পদ্ধতি হিসেবেই তিনি প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেসকে তাঁর রক্ষিতাদের কাছে যাওয়ার নৈশকালীন রাস্তা দেখিয়ে দিলেন এবং রক্ষিতাদের ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন যেন রক্ষিতারা জেনারেলের নিজস্ব, দ্রুত আক্রমণে কাপড় খুলে নিয়ে পরম বিশ্বাসে প্যাট্রিসিয়া আরগোনেস ডুব দিতেন প্রেমের জলাশয়ে এমনকি তার মনে হতো এই রক্ষিতাদের মাধ্যমে তিনি তার তীব্র কামনার উপর একটি আবরণ দানে সক্ষম হবেন, কিন্তু দেনার শর্ত মাঝে মাঝেই তার মনে থাকত না, তিনি পোশাক খুলতেন অন্যমনস্কভাবে, প্রেমপর্ব শুরু করার খুঁটিনাটির উপর জোর দিতেন বেশি, কদর্যতম নারীটির গোপন সম্পদেও এলমেলোভাবে হোঁচট খেতেন, রক্ষিতাদের গাঢ় নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা যেত, মাঝে মাঝে তারা বিস্মিত হয়ে এমনকি হাসত, বুড়ো শয়তান বটে তুমি জেনারেল, রক্ষিতারা বলত, তুমি আমাদের ব্যাপারে লোভী হয়ে উঠছ দিনদিন, এবং সেই থেকে না জেনারেল না প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেস অথবা রক্ষিতা নারীদের কেউই জানতে পারেনি যে বাচ্চাগুলো তাদের দু'জনের কার, কারণ প্যাট্রিসিয়া আরাগোনেসের সন্তানরা সবাই ছিলেন জেনারেলের সন্তানদের মতোই সাত